1. Name of the Teacher: AMIT DAS (Dept. of Economics).
2. Class: Semester-II, Generic Electives (GE) Economics
3. Paper: GE2T - Introductory Macroeconomics.
4. Topic: Introduction to Macroeconomics and National Income Accounting

CLASS NOTES are as following Sequence:

(E) মোট ~~[illegible]~~ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বলতে কি বোঝায়? (P-7).
(Measurment of Gross Domestic Product)

(F) জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর। (P-8 to 11).
(National Income Accounting for an open economy)

(G) লেনদেন ভারসাম্য বলতে কি বোঝ? (P-12 to 15).
Balance of Payments: current and capital accounts)

Scanned by TapScanner

(E) মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন (GDP) বলতে কি বোঝায় ?
[Measurement of Gross Domestic Product (GDP)]

মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন বলতে সাধারন অর্থে দেশের (যেমন ভারতের) ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির মোট উৎপাদনের বাজার মূল্যকে বোঝায়, বিশদে বললে কোনও একটি নির্দিষ্ট বছরে একটি নির্দিষ্ট মূল্যস্তরের ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরে যে যে চূড়ান্ত দ্রব্য (Final Goods) উৎপাদিত হয় ও পরিসেবার (services) সৃষ্টি হয়, তাদের বাজার ~~মূল্যকে~~ মূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন (GDP), তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে যে দ্রব্য উৎপাদিত হয় তা রপ্তানি করে যে নীট আয় হয় সেটিও অভ্যন্তরীন উৎপাদনের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়, সেক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত উৎপাদিত পন্য ও সেবাসামগ্রীর ওপর ব্যয়িত অর্থ-মূল্যকে বাজার দামে GDP বলে, সংক্ষেপে যা হল $GDP = C + I + G + N_x$

যেখানে C = মোট ভোগব্যয়,
I = মোট বিনিয়োগ ব্যয়,
G = মোট সরকারি ব্যয়,
N_x = নীট রপ্তানির পরিমান,

~~উৎপাদন~~ আর উপাদান ব্যয়ে GDP-র ($GDP_{at\ factor\ cost}$) ক্ষেত্রে ওই সমস্ত পন্য উৎপাদনে নিয়োজিত উপকরনগুলির ব্যয়ের হিসাব করা হয় (অর্থাৎ ওইসব উপকরনগুলির অর্জিত আয়ের হিসাব করা হয়)। এপ্রসঙ্গে বলা ভালো বাজার দামে GDP-র পরিবর্তন ঘটে দ্রব্যাদির ওপর কর ধার্য করা হলে এবং ভরতুকি দেওয়া হলে। তাই উপাদান ব্যয়ে GDP-র হিসাব পেতে হলে আমরা দ্রব্যাদির ওপর ধার্য করের পরিমান বিয়োগ দিই এবং ভরতুকির পরিমান যোগ করি। সুতরাং উপাদান ব্যয়ে GDP = বাজার দামে ~~GDP~~ GDP − T + Su [T = করের পরিমান, Su = ভরতুকির পরিমান] অর্থাৎ

$$GDP_{at\ factor\ cost} = GDP_{at\ market\ price} + T + Su.$$

আবার GDP থেকে অবচয় ব্যয় (মোট দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়) বাদ দিলে নীট অভ্যন্তরীন উৎপাদন বা NDP (Net Domestic Product) পাওয়া যায়।

GDP ও GNP-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও :

একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের অভ্যন্তরে যে চূড়ান্ত দ্রব্য (Final Goods ও চূড়ান্ত সেবাসমূহ (Final Services) উৎপাদিত হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন (GDP) বলে, অপরদিকে একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে সেই দেশ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও চূড়ান্ত সেবাসমূহের বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় (GNP) বলে।

উৎস: ① সমকালীন অর্থবিদ্যা; সঞ্জয় মুখার্জী, দেবেশ মুখার্জী
② অর্থবিজ্ঞান (Macro); সুব্রত গুপ্ত
③ Self Knowledge

(F) জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর:
(National Income Accounting for an open economy)।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারনত এক বছর) দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলা হয়। (মোট উৎপাদনের দিক থেকে), একটি নির্দিষ্ট দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সাধারনত দুটি পদ্ধতি আছে - যথা, আয় গননা পদ্ধতি (Census of Income Method or Income Approach) এবং উৎপাদন সুমারি বা সংযোজিত মূল্য পদ্ধতি (Census of Production or Value Added Method), এছাড়াও আর একটি গননা পদ্ধতি আছে তা হল - মোট ব্যয় পদ্ধতি (Total Expenditure Method)। এগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচিত হল—

(i) **আয় গননা পদ্ধতি:** এই পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের সমগ্র আয়ের পরিমান, অর্থাৎ উৎপাদনে নিযুক্ত জমির নিট খাজনা, শ্রমের নিট মজুরী বা বেতন, মূলধনের নিট সুদ এবং উদ্যোক্তা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফা ইত্যাদির সমষ্টি সংগ্রহ করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়, তবে মনে রাখতে হবে এই পদ্ধতি অনুসারে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি জাতীয় আয়ের অর্ন্তভুক্ত হয় না কিংবা হয়:-

প্রথমত, হস্তান্তর আয় বা হস্তান্তর পাওনা, যেমন অবসরপ্রাপ্তদের ভাতা, দান, পুনর্বাসন, খরা বা বন্যার ত্রান, পিতা কর্তৃক পুত্রকে অর্থ প্রদান ইত্যাদি, এই ধরনের আয় উৎপাদনের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, সুতরাং উৎপাদনের মাধ্যমে আয় অর্জিত না হলে তাকে জাতীয় আয়ের গননায় আনা হয় না,

দ্বিতীয়ত, মূলধনি লাভ জাতীয় কিছু ধরনা, যেমন ক্রয়মূল্য অপেক্ষা বেশিদামে সম্পদ বিক্রি করা, ব্যক্তির না-আয় না-সম্পদ হস্তান্তর ইত্যাদি, এই ধরনের আয় অনেকটা আকস্মিক (Windfall), এগুলিও উৎপাদন বহির্ভূত বলে জাতীয় গননায় ধরা হয় না,

তৃতীয়ত, মালিকের নিজস্ব জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপাদান উৎপাদন কাজে নিযুক্ত হলেও তা বাজার দরের হিসাবে অর্থমূল্যে রূপান্তরিত করে জাতীয় আয়ের হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা উচিত, কিংবা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার যে অংশ সংরক্ষিত তহবিলে জমা থাকে ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের মুনাফাও জাতীয় আয়ের অর্ন্তভুক্ত করা উচিত।

চতুর্থত, কোন ব্যক্তি পুরোনো বাড়ি বা বন্ড বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন করে তা যেমন জাতীয় আয়ে অর্ন্তভুক্ত হবে না, তেমনি বাড়িভাড়া বাবদ আয়, বন্ড থেকে সুদ প্রাপ্তি, Royalty from Patent, Royalty from copyright প্রভৃতি জাতীয় আয়ের অর্ন্তভুক্ত হবে,

পঞ্চমত, বেআইনি কার্যাবলী (যেমন জুয়াখেলা, চোরাকারবারি) থেকে ব্যক্তির আয় জাতীয় আয়ের হিসেবের বাইরে রাখা হয়,

পরিশেষে বলা হয় আয়ের ভিত্তিতে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত যে কোন প্রকার আয় অর্ন্তভুক্ত করতে হয় এবং বিদেশের

উৎস: ① সমকালীন অর্থবিদ্যা; সম্পদ মুখার্জী দেবেশ মুখার্জী
উৎস: ② অর্থবিজ্ঞান (Macro); মুক্তি সুপ্ত ③ Self Knowledge

যখন পরিবারের কাছ প্রদত্ত অর্থ ও থেকে বাদ দিতে হয়।

এইভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলি ~~বিচার~~ বিচার করে যখন উৎপাদন মূল্য যোগ করা হয় তখন দেখতে হয় যেন সর্বশেষ স্তরের উৎপাদিত দ্রব্যগুলির (final goods) মূল্য যোগ করে মোট জাতীয় আয় হিসাব করা হয়, এপ্রসঙ্গে বলা চলে আয়ের ভিত্তিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করার ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা হল - দেশের অসংখ্য আয়-উপার্জন-কারী ইউনিটের আয় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা খুব কঠিন, অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকে আয় কত তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সব সময় সম্ভব নয়, তাছাড়া অনেকেই আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য নিজের প্রকৃত আয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য না-ও জানাতে পারে।

(iii) **উৎপাদন সুমারি পদ্ধতি:** এই পদ্ধতিতে দেশে সাধারনত এক বৎসরে যে পরিমান সম্পূর্ন দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদিত হয় তাদের আর্থিক মূল্যের সমষ্টিই হল জাতীয় আয় বা মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP), এক্ষেত্রেও কোন কোন দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী GNP-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কি, না হবে না তা নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করা হল —

প্রথমত, (মূল্য সংযোজন পদ্ধতি): মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রকৃত তথ্য পেতে হলে বা একাধিকবার গননার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে শুধুমাত্র সর্বশেষ স্তরের উৎপাদিত দ্রব্যের হিসাব করতে হবে বা মূল্য সংযোজন পদ্ধতি গ্রহন করতে হবে, এই পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পূর্ন বা চূড়ান্ত উৎপাদিত দ্রব্যের অর্থ-মূল্যের হিসাব নিম্নলিখিতভাবে করা হয়; সংযোজিত মূল্য = (উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য − ~~ব্যবহৃত~~ ব্যবহৃত ও নিঃশেষিত উপাদানের মূল্য), ধরা যাক ২ টাকা মূল্যের গম উৎপাদন করা হল এবং সেই গম ব্যবহার করে ৩ টাকা মূল্যের আটা উৎপাদিত হল, আবার ৩ টাকা মূল্যের আটা ব্যবহার করে ৫ টাকা মূল্যের ময়দা উৎপাদিত হল এবং সবশেষে ৫ টাকা মূল্যের ময়দা ব্যবহার করে ৮ টাকা মূল্যের রুটি উৎপাদিত হল, সুতরাং এক্ষেত্রে সমের সংযোজিত মূল্য (১ টাকা + ২ টাকা + ৩ টাকা) = ৮ টাকা, অর্থাৎ এক্ষেত্রে মোট মূল্য হবে - (চাষীর ২ টাকা + আটাকলের দ্বারা সংযোজিত মূল্য ১ টাকা + ময়দাকলের সংযোজিত মূল্য ২ টাকা + রুটি কারখানার সংযোজিত মূল্য ৩ টাকা) = ৮ টাকা = রুটির মূল্য)।

যদি রুটি উৎপাদনের প্রতিটি স্তরের বা মধ্যবর্তী স্তরের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হিসাব করা হয় তাহলে তা হবে (২ টাকা + ৩ টাকা + ৫ টাকা + ৮ টাকা) = ১৮ টাকা - যা প্রকৃত অবস্থার সাথে সম্পূর্ন বেমানান, তাই মূল্য সংযোজন পদ্ধতি ব্যবহার করে একাধিকবার গননার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করার সময় বর্তমান বৎসরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেমন নতুন গৃহ নির্মান, পুরোনো বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত হয় না।

উৎস: ① সমকালীন অর্থবিদ্যা; সমাপ্ত মুখার্জী, দেবেশ মুখার্জী। উৎস: ② অর্থবিজ্ঞান (Macro); সুব্রত গুপ্ত ③ Self knowledge

Scanned by TapScanner

তৃতীয়ত, এমন অনেকগুলি দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী আছে যা বাজারে লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত আসে না, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষিরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সবটাই ভোগ করে ফেললে, একে জাতীয় আয়ের হিসাবে আনতে হবে, অনুরূপভাবে, কোন ব্যক্তি যদি স্বগৃহে থাকে, তাহলে ঐ বাড়ি থেকে যে সেবা ভোগ করে তাও বর্তমান বাজার দামে জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এইভাবে মালিকের কাছে শ্রমিকের থাকা খাওয়া, সরকারি দ্রব্য যেমন প্রতিরক্ষা, পুলিশ, প্রশাসন ইত্যাদি সেবাসামগ্রী জাতীয় উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কিন্তু বিনিময় সম্পর্কবিহীন গৃহস্থালীর সেবামূলক কার্যাবলী মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না,

চতুর্থত, যদি কোন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয় তাহলে রপ্তানি দ্রব্যের আর্থিক মূল্য জাতীয় উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, কিন্তু আমদানিকৃত দ্রব্য যদি মধ্যবর্তী স্তরের দ্রব্য হয় তাহলে তা শেষ উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য থেকে বাদ দিতে হবে এবং আমদানিকৃত দ্রব্য যদি শেষ উৎপাদিত দ্রব্য হয় তাহলে তা রপ্তানিমূল্য থেকে বাদ দিয়ে অতিরিক্ত রপ্তানিমূল্য জাতীয় উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে,

এইভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলি বিচার করে উৎপাদন সুমারি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাব করা হয়,

উপরোক্ত দুটি পদ্ধতি জাতীয় আয় পরিমাপের বিকল্প পদ্ধতি। যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হোক না কেন ফল একই হবে, কারণ একই জিনিসকে দুটি ভিন্ন দিক থেকে দেখা হচ্ছে। যেমন, একটি বৎসরে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদি উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যই হল মোট জাতীয় উৎপাদন, আবার ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনে যে সমস্ত উপাদানসমূহ নিয়োজিত আছে তাদের আয় (পারিশ্রমিক) মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে দেওয়া হয়। তাই মোট জাতীয় উৎপাদন (উৎপাদন সুমারি পদ্ধতি) মোট জাতীয় আয়ের সমান (আয় সুমারি পদ্ধতি), তাই অন্য আর একটি পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয় —

(iii) **মোট ব্যয় পদ্ধতি:** উৎপাদনসামগ্রী ক্রয়ের মোট ব্যয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়, এগুলি হল ভোগ্য দ্রব্যের জন্য ব্যয় (C), বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারি ব্যয় (G). এখানে বৈদেশিক বাণিজ্য অনুপস্থিত, এই তিনটি নিম্নে আলোচিত হল —

(i) **ভোগ ব্যয় (C):** দেশের জনসাধারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে মোট ভোগ ব্যয় বলে। এবং ভোগ্যদ্রব্য পুনরায় উৎপাদনের কাজে লাগে না, ক্রেতারা দুধরনের ভোগ্য দ্রব্যের জন্য ব্যয় করে – স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য (দূরদর্শন বা হিমায়ন যন্ত্র) এবং অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য (খাদ্যদ্রব্য বা পোশাক পরিচ্ছদ), তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের সেবাসামগ্রী (শিক্ষা, স্বাস্থ্য) ভোগের জন্যও অর্থ ব্যয়িত হয়, এই সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর সমষ্টিই হল দেশের মোট ভোগব্যয়,

উৎস: ① সমকালীন অর্থবিদ্যা; অমল মুখার্জী, দেবেশ মুখার্জী
উৎস: ② অর্থবিজ্ঞান (macro); সুব্রত কুন্ডু ③ Self Knowledge

(ii) **বিনিয়োগ ব্যয়(I):** বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় বলতে বোঝায় নতুন মূলধন সৃষ্টি করাকে, অর্থাৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নতুন মূলধন সৃষ্টি করার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যয় বলে, মোট বিনিয়োগ ব্যয় থেকে অবচয় বাবদ অর্থ বাদ দিলে নিট বিনিয়োগ পাওয়া যায়, নিট বিনিয়োগ শূন্য, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হতে পারে, ধনাত্মক নিট বিনিয়োগ অর্থনীতিতে মূলধনের পরিমান বৃদ্ধি করে, এপ্রসঙ্গে বলা ভালো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মজুতভাণ্ডারের (inventories) পরিমান বৃদ্ধি বা হ্রাস, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক নিট বিনিয়োগ ব্যয়ের সামিল,

(iii) **সরকারি ব্যয়(G):** সরকারি ব্যয় মোট জাতীয় আয় (উৎপাদনের) অন্তর্গত একটি বিষয়, তবে, সমস্ত ধরনের সরকারি ব্যয় মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবে ধরা হয় না, যেমন সরকারি হস্তান্তর ব্যয়।

উপরোক্ত তিন ধরনের ব্যয়কে যোগ করলে মোট জাতীয় আয় বা উৎপাদন (GNP) পাওয়া যায় অর্থাৎ $GNP = C+I+G$, এই আলোচ্য অর্থব্যবস্থা অবশ্যই বদ্ধ অর্থব্যবস্থা (closed economy), কিন্তু উন্মুক্ত অর্থব্যবস্থায় (open economy) রপ্তানি দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর মূল্য(X) যোগ করে এবং আমদানি দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর মূল্য(M) বাদ দিয়ে জাতীয় আয় হিসাব করা হয় অর্থাৎ উন্মুক্ত অর্থব্যবস্থায় $GNP = C+I+G+(X-M)$ - যা হল মোট চূড়ান্ত ব্যয়।

অবশেষে বলা ভালো জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতিতে যে তিনটি পদ্ধতির কথা আমরা আলোচনা করলাম তা একে অপরের সাথে প্রায় সমান, অর্থাৎ ~~উৎপাদনের দি~~ উৎপাদন অনুসারীতে জাতীয় আয় (যা হল মোট জাতীয় উৎপাদন), আয়অনুসারীতে জাতীয় আয় (যা হলো মোট জাতীয় আয়) এবং মোট ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় (যা হল মোট জাতীয় ব্যয়) - একে অপরের সাথে প্রায় সমান, তাই বলা হয় মোট জাতীয় উৎপাদন ≡ মোট জাতীয় আয় ≡ মোট জাতীয় ব্যয়, → এটি একটি অভেদ,

উৎস: ① সমকালীন অর্থবিদ্যা; সম্পদ মুখার্জী
দেবেশ মুখার্জী
② অর্থবিজ্ঞান (macro); সুব্রত গুপ্ত
③ Self knowledge.

(ঙ) লেনদেন ব্যালান্স (Balance of Payment) বলতে কি বোঝ?

(Balance of Payments, current and capital accounts)

আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের (IMF) নিয়ম অনুসারে প্রতিটি সদস্য দেশকে তার সমস্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনের বাৎসরিক হিসাব সরকারিভাবে রাখতে হয়, একেই সাধারণত Balance of Payment বা BOP বলে, তবে ভালোভাবে বলতে গেলে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেনের ধারাবাহিক হিসাবকে ঐ দেশের লেনদেন ব্যালান্স (BOP) বলে, বিশদভাবে বললে বোঝায় – প্রথমত, অধিবাসী বলতে ব্যক্তিবিশেষ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা ইত্যাদিকে বোঝায়, দ্বিতীয়ত, লেনদেনের হিসাবে যাবতীয় ধরনের দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর রপ্তানি ও আমদানি আনা হয় – যা সাধারণত দৃশ্য ও অদৃশ্য (visible and invisible) হয়, তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সময় বলতে সাধারণত একটি বছরের হিসাবকে বোঝায়। এই লেনদেন হিসাবে একদিকে থাকে আমদানিজনিত লেনদেন যা হল দেনা বা ব্যয়ের হিসাব (Payments or debits) এবং অন্যদিকে রপ্তানিজনিত লেনদেন যা হল পাওনা বা আয়ের হিসাব (receipts or credits). এই দেনা ও পাওনা সমান হলে লেনদেন ব্যালান্সে (ভারসাম্য) আছে বলা হয়,

কোন দেশ যখন আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয় তখন বিদেশিদের যেমন অর্থ প্রদান করতে হয়, তেমনি তাদের কাছ থেকেও স্বদেশের অর্থ পাওনা হয়, প্রতিটি দেশ অপরদেশের সঙ্গে এই বাণিজ্যের লেনদেনের হিসাব রাখে ব্যালান্স শিটের আকারে (বুক কিপিং নিয়ম অনুযায়ী), একেই বলে লেনদেনের হিসাব, যেখানে একটি পাওনার অ্যাকাউন্ট ও অপরটি দেনার অ্যাকাউন্ট থাকে, এই হিসাবে যাবতীয় লেনদেনকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে সেগুলিকে দুটি খাতে ভাগ করা হয় – (ক) চলতি খাত (current account) এবং (খ) মূলধনি খাত (capital account). নিম্নলিখিত তালিকাতে উদাহরণ সহযোগে তা বর্ণিত —

তালিকা 1: লেনদেন হিসাবের বিভিন্ন উপাদান (কোটি টাকায়).

পাওনা (credits)		দেনা (Debits)	
1. দৃশ্য রপ্তানি (দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি)	400	5. দৃশ্য আমদানি (দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি)	550
2. অদৃশ্য রপ্তানি (সেবাকার্যের রপ্তানি)	200	6. অদৃশ্য আমদানি (সেবাকার্যের আমদানি)	150
3. প্রতিদানহীন পাওনা (দান ইত্যাদি)	100	7. প্রতিদানহীন দেনা (দান ইত্যাদি)	200
4. মূলধনি প্রাপ্তি (বিদেশির কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণ, ঋণের পরিশোধজনিত প্রাপ্তি বা বিদেশিদের কাছে সম্পত্তি বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি)	300	8. মূলধনি দেনা (বিদেশিদের প্রদেয় ঋণ, দেশের ঋণ পরিশোধ বা বিদেশিদের সম্পত্তি ক্রয়জনিত প্রদেয় অর্থ ইত্যাদি)	100
মোট পাওনা	1,000	মোট দেনা	1,000

উৎস: ① সমকালীন অর্থবিদ্যা; সমর মুখার্জী, দেবেশ মুখার্জী

উৎস: ② অর্থবিজ্ঞান (macro); সুব্রত কুন্ডু ③ Self Knowledge

আরও বলা চলে উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগ অনুসারে লেনদেন ব্যালান্সে (BOP) দুটি মূল দফা আছে— (a) বানিজ্য দফা (trade items) ও হস্তান্তর দফা (transfer items)। বানিজ্য দফার অন্তর্গত লেনদেনগুলি হল যাবতীয় দ্রব্য ও সেবাকার্যের রপ্তানি ও আমদানি (অর্থাৎ তালিকার 1, 2, 5, 6 নং উপাদান) এবং বাকি উপাদানগুলি (অর্থাৎ 3, 4, 7, 8 নং উপাদানগুলি) নিয়ে গঠিত হয় হস্তান্তর দফা। হস্তান্তর দফার আরেকটি শ্রেনিবিভাগ হল — প্রতিদানহীন হস্তান্তর বা একতরফা হস্তান্তর (3 ও 7 নং উপাদান) এবং মূলধনি হস্তান্তর (4 ও 8 নং উপাদান)।

প্রধান লেনদেন হিসাবের চলতি খাতের এবং মূলধনি খাতের লেনদেনের ধরনধারন নিয়ে নিম্নে আলোচিত হল —

চলতি খাতের লেনদেনসমূহ:

লেনদেন ব্যালেন্সের সংক্ষেপিত বিবরনের প্রথম অংশে চলতি খাতের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এগুলি সাধারনত তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে—

প্রথমত দৃশ্য খাতের লেনদেন: লেনদেন ব্যালেন্সের দৃশ্য খাতের লেনদেনের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে বিদেশিদের কাছে দেশীয় দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি এবং দেশের ভেতরে বিদেশি দ্রব্যের আমদানি. সংক্ষেপে দৃশ্য রপ্তানি ও দৃশ্য আমদানি, যা আগের পৃষ্ঠার তালিকা-1 এ 1নং ও 5নং অংশ, এই দৃশ্য রপ্তানি ও দৃশ্য আমদানির পার্থক্যকে দৃশ্য বানিজ্যের উদ্বৃত্ত (balance of visible trade) বলে। এটি কখনও ধনাত্মক (উদ্বৃত্ত) ও কখনও ঋনাত্মক (ঘাটতি) হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অদৃশ্য খাতের লেনদেন: লেনদেন ব্যালেন্সের অদৃশ্য খাতের লেনদেনের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে বিদেশিদের কাছে দেশীয় সেবাসমূহের রপ্তানি এবং দেশের ভেতরে বিদেশি সেবাসমূহের আমদানি সংক্ষেপে অদৃশ্য রপ্তানি ও অদৃশ্য আমদানি, যা আগের পৃষ্ঠার তালিকা-1 তে 2নং ও 6নং অংশ। এই অদৃশ্য রপ্তানি ও অদৃশ্য আমদানির পার্থক্যকে অদৃশ্য বানিজ্যের উদ্বৃত্ত (balance of invisible trade) বলে, এটিও ধনাত্মক (উদ্বৃত্ত) কিংবা ঋনাত্মক (ঘাটতি) হতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রতিদানহীন দেনাপাওনা: এছাড়াও চলতি খাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে প্রতিদানহীন দেনাপাওনা (প্রতিদানহীন দেনা ও প্রতিদানহীন পাওনা), এক্ষেত্রে বিপরীতে কোন দেনাপাওনা হয়না অর্থাৎ এই ধরনের লেনদেনকে বিনিময়হীন লেনদেন বলে, যেমন এক্ষেত্রে বিদেশীদের কাছ থেকে দেশের একমুখী বা একতরফা মূলধনের পাওনা ঘটে এবং এদেশের তরফ থেকে বিদেশীদের কাছেও একমুখী বা একতরফা মূলধনের দেনা ঘটে থাকে। (যেমন দান, উপহার, ক্ষতিপূরন প্রভৃতি), যা আগের পৃষ্ঠার

উৎস: ① সমকালীন অর্থবিদ্যা; সঞ্জয় মুখার্জী, দেবেশ মুখার্জী

উৎস: ② অর্থবিজ্ঞান (Macro); সুব্রত দত্ত ③ Self Knowledge

Scanned by TapScanner

তালিকা-I তে 3নং ও 7নং অংশ,
সুতরাং 1,2,3,5,6 ও 7 নং লেনদেন নিয়ে
গঠিত হয় চলতি খাতের লেনদেন ব্যালান্স, যদি কোন বছর কোন দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য দ্রব্য ও সেবার রপ্তানি ও প্রতিদানহীন পাওনার (1,2,3) যদি দৃশ্য ও অদৃশ্য দ্রব্য ও সেবার আমদানি ও প্রতিদানহীন দেনার (5,6,7) তুলনায় বেশি হয়, তাহলে চলতি খাতের লেনদেনের ব্যালান্স অনুকূল বলে ধরা হয় এবং বিপরীত অবস্থায় তা প্রতিকূল হয়, অর্থাৎ চলতি খাতের বিষয়গুলিকে সারণী বা তালিকার সাহায্যে দেখালে তা হয় নিম্নলিখিত —

পাওনা	দেনা
1. দৃশ্য রপ্তানি (দ্রব্যসামগ্রী)	4. দৃশ্য আমদানি (দ্রব্যসামগ্রী)
2. অদৃশ্য রপ্তানি (সেবাসামগ্রী)	5. অদৃশ্য আমদানি (সেবাসামগ্রী)
3. প্রতিদানহীন পাওনা (দান, উপহার, পেনশন, ক্ষতিপূরণ)	6. প্রতিদানহীন দেনা (উপহার, দান পেনশন, ক্ষতিপূরণ)

মূলধনি খাতের লেনদেনসমূহ:

লেনদেন ব্যালান্সের দ্বিতীয় অংশে মূলধনি খাতের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, সবরকম ধরনের আন্তর্জাতিক লেনদেন, দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়না, বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ফলেও অর্থের আগমন ও বহির্গমন ঘটে থাকে, এই ধরনের সমস্ত লেনদেন মূলধনি খাতের লেনদেনের হিসাবে ধরা হয়, এটি স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন হতে পারে। এবং তা রপ্তানি ও আমদানির মাধ্যমে সংঘটিত হয়, আরও স্পষ্ট করে বললে বোঝায় ব্যাংক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক দেনাপাওনার হিসাব কে স্বল্পকালীন মূলধনের খাতে ধরা হয়, অপরদিকে স্থায়ী বিনিয়োগের উদ্দেশে দেশীয় মূলধনের বিদেশে বিনিয়োগ ও দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি মূলধনের বিনিয়োগকে দীর্ঘকালীন মূলধনের খাতে ধরা হয়, এপ্রসঙ্গে মূলধনের রপ্তানি ও মূলধনের আমদানির ধারনাটিও স্পষ্ট করা প্রয়োজন, ধরা যাক, কোনো বিদেশী কোম্পানী কোনো একটি ভারতীয় শিল্প বা কারখানা ক্রয় করল। এটি মূলধনের আমদানি হিসাবে গন্য করা হয়, কারন এর ফলে বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হয় এবং তা দিয়ে দেশের বিদেশি দ্রব্য ও সেবা কেনার ক্ষমতা বেড়ে যায়, তাই এটি পাওনার খাতে ধরা হয়, অনুরূপভাবে, কোনো ভারতীয় বা সরকার যদি কোনো

উৎস: ① সমকালীন অর্থবিদ্যা; সমর মুখার্জী, দেবেশ মুখার্জী
উৎস: ② অর্থবিজ্ঞান (Macro); সুব্রত মুখু ③ Self Knowledge

বিদেশি রাষ্ট্রে বিনিয়োগ করেন, তবে তা মূলধনের রপ্তানি হিসাবে গন্য হয় এবং তা লেনদেন খাতে ধরা হয়। সুতরাং, ভারত দৃশ্য ও অদৃশ্য দ্রব্য এমনকি রপ্তানি রপ্তানি করে এবং মূলধনের আমদানি করে বিদেশি মুদ্রা অর্জন করে। আবার ভারত বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকেও আমদানি করে এবং; মূলধনের রপ্তানি করে উপার্জিত বিদেশি মুদ্রা ব্যয় করে। তাদের পূর্বের তালিকা-I তে 5 নং ও 8 নং অংশের বিষয়গুলি মূলধনি খাতের অন্তর্গত।

সুতরাং একথা বলা চলে লেনদেন ব্যালান্সের চলতি খাতে সেই সমস্ত লেনদেনই দেখানো হয় যা দেশের জাতীয় আয়ের হিসাবকে প্রভাবিত করে, অর্থাৎ চলতি খাতের যাবতীয় লেনদেন জাতীয় আয় বা ব্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই এই ধরনের লেনদেনকে চলতি বছরের জাতীয় আয়ের সঙ্গে যোগ ও বিয়োগ দিতে হয়। অপরদিকে মূলধনি খাতের লেনদেন সেই সমস্ত লেনদেন, যা দেশের সম্পদকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের লেনদেন ভবিষ্যত সময়ের, বর্তমান বছরের নয়, তাই এটি জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করে না।

উৎস: ① সমকালীন অর্থবিদ্যা; সঞ্জয় মুখার্জী, দেবেশ মুখার্জী
② অর্থবিজ্ঞান (Macro); সুব্রত গুপ্ত
③ Self knowledge.